না লিখতে লিখতে কলম কি আর কলম আছে? সত্যি কথা কি, লেখারা ভালো করে আসেওনা। যা আসে তাও আবছা আবছা। ঘুমের আগে যেমন আসে তন্দ্রা। অমন। এদেশে দেখার মত আছে বহু কিছু। লেখার মত কম। তবু রিকশায় চলতে চলতে, এটা সেটা দেখতে দেখতে মনের মধ্যে এসে যায় 'ছিটে ফোঁটা'। তাই দিলাম আমার প্রিয় পাঠকের জন্যে - ডালিয়া নিলুফার

ছিটে ফোটা - ১

ক'দিন ধরে শহরের গা গজগজ করছে গরমে। হবারই কথা। আম কাঠালের দিন। তার উপর ঝুড়ি উপচে পড়া ফলন। কিছু গাছ পাকা। কিছু নিশ্চিত ওষুধে। চোরা সন্দেহে ক্রেতা তাই-ই হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বারংবার। ভয়ে ভয়ে কেনে পছন্দের আমটা, কাঠালটা। আর শেষমেশ খোদা সাক্ষী রেখেই তা খায় নিরুপায় মানুষ। যা হয়, হবে। এদিকে সদ্য গ্রাম ছেড়ে আসা নিদ্দুষি তাজা ফলপাকুড়। শহুরে সওদাগরের হাতে পড়েইনা ওষুধের দূর্নাম গায়ে মেখে হয় দুনিয়াদারির হেনস্থা। বুঝিনা, সময়ে সবই পেকে যায়। তবু কেন যে এত জোরাজুরি!! শহুরে আবদার মেটাতেই কি এই জলদিবাজী? কেজানে!
মাছেরও গা ভরা দূর্নাম। ফরমালিনের ম্যাজিক মাখা মরা রুই কাতলও তিনদিন পর সমান তাজা। খেয়ে মরে যাবার মত বিষ ছাড়া ক্রেতার কাছে এ আর বেশী কিছুনা। অতএব কাছেই ঘেঁষেনা আর।
তবে খাদ্যখানায় হালে বাঙ্গালীর রুচি পাল্টেছে আকাশ পাতাল। তা তার খাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা যায়। এখন মাছের সাথে নদী আর নদীর সাথে উজাড় করে খায় বন। বুদ্ধি করে কেটে কেটে খায় পাহাড়। কি আশ্চর্য! দেখি ঘুটঘুটে কালো র‍্যাব কুচুটে বুলেট দিয়ে টপ করে গিলে খায় নিদ্দুষি তরুনের ভবিষ্যতটা। কেউ কেউ থাবা দিয়ে খায় দুব্বলের জমী জিরেত। দালান কোঠা। এমনকি নিরীহের চাকরিটা পর্যন্ত। খায় মুঠ ভরে লোভ। দলা দলা মিথ্যা। আর পেট ভরে খায় ঘুষ। সময়ে পরের বউ । এবং শেষমেশ ভিনদেশী বিনোদনের জাবর কাটতে বসে, বাদ মাগরিব। হবেনা কেন? আছে বিনোদনের ছত্রিশটা হা-খোলা বাক্স। যার ডাটের নাম 'চ্যানেল'। যত নষ্টের গোড়া। একটা টিপে বন্ধ করলে তিনটে খুলে যায় পরপর। আছে কিছু উড়ে আসা অকথ্য বিনোদন। যা দেখলে চোখতো পরের কথা, সিনা পর্যন্ত পচে যায়। তাইতো ভাবি, এত অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েও যে জাতি বেঁচে থাকে বছরের পর বছর, তারই কিনা ফল পাকানো ওষুধ আর ফরমালিন খেয়ে মরে যাবার ভয়? বড় আশ্চর্য ঠেকে এই দুনিয়াদারী!!!

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক